যায়যায়দিন

তারিখ 2[illegible] JAN 2010
পৃষ্ঠা ৯ কলাম [illegible]

এনজিও পরিচালিত স্কুল অন্ধকারে দিচ্ছে আলো, রয়েছে পাহাড়সম অভিযোগ

■ এম শাকিল

এনজিও অর্থাৎ নন-গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন বা বেসরকারি সংস্থা। অসহায় এবং দারিদ্র্যের
কশাঘাতে পিষ্ট জনগণের সহায়তায় নানা কর্মসূচি নেয়া এবং তা বাস্তবায়নই এনজিওগুলোর
কাজ। বাংলাদেশে প্রায় ১৬ হাজারের বেশি এনজিওর অস্তিত্ব সরকারের নথিপত্রে থাকলেও
মতান্তরে তা অনেক বেশি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশে বিভিন্ন এনজিও
নানাবিধ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। এসব কার্যক্রমের অন্যতম প্রধান খাত হচ্ছে
শিক্ষা। আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত এনজিওগুলোর প্রায় প্রতিটির শিক্ষা প্রকল্প রয়েছে। দেশের
বিভিন্ন স্থানে এনজিও পরিচালিত স্কুলগুলোতে সাধারণত প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা
কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। অষ্টম শ্রেণী পাস বা এসএসসি পাস বেকার যুবক অথবা মহিলাদের
দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

অতীতে এনজিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নিজস্ব সিলেবাস অনুযায়ী বই বিতরণ করতো।
ফলে এনসিটিবি কর্তৃক প্রণয়নকৃত সিলেবাস এবং বইয়ের সঙ্গে কোনো সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া
যেতো না। ফলে এক ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো। কিন্তু সরকারের নতুন নিয়মের কারণে
সম্প্রতি বেশ আলোড়ন সৃষ্টিকারী পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় এনজিও পরিচালিত স্কুলগুলোর
ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছে। ফলে তারা নিজেদের সিলেবাস বাদ দিয়ে সরকার কর্তৃক
নির্ধারিত সিলেবাস থেকে শিক্ষার্থীদের পড়াতে বাধ্য হয়েছে। এতে দেশে নানামুখী শিক্ষার একটা
সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সাধারণত থানা শিক্ষা অফিসার পরিদর্শক ও তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা
পালন করে থাকে। অনুরূপভাবে এসব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান উন্নয়নকল্পে স্কুল
পরিদর্শক নিয়োগ দেয়া রয়েছে। তারা এসব স্কুলের শিক্ষকদের ট্রেনিং, স্কুলের সমস্যাবলী
দূরীকরণসহ নানা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষকদের মধ্যে সমন্বয়
সাধন করে থাকে।

সাধারণত দরিদ্র-অসহায় এবং সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের নিয়েই এসব স্কুল পরিচালিত হয়ে
থাকে। বিনা বেতন শিক্ষার সুযোগের পাশাপাশি রয়েছে ফ্রি কাগজ-কলম। কিন্তু যে হারে
শিক্ষার্থী উপস্থিত থাকার কথা, তা একেবারেই নেই। এর অন্যতম কারণ, দারিদ্র্যের জন্য শিশুদের
দিয়ে অভিভাবকরা কাজ করিয়ে টাকা আয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। দেখা গেছে, কোনো
শিক্ষার্থী শারীরিক দিক দিয়ে বড় হয়ে গেছে মনে হলে অভিভাবকরা তাদের হয় ঝিয়ের কাজে
বা চায়ের দোকানে কামলা হিসেবে লাগিয়ে দেন। ফলে অকালেই অন্ধকারে হারিয়ে যায়
সম্ভাবনাময় পথশিশুদের ভবিষ্যৎ।

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক প্রদানকৃত অর্থ দ্বারা পরিচালিত এসব প্রতিষ্ঠানে নেই পর্যাপ্ত
ক্লাসরুম। কোনো রকম একটি ভাড়া ঘর বা খুপরি ঘরেই চলে ক্লাস। নেই চেয়ার-টেবিল, ফ্লোরে
বসিয়ে নেয়া হয় ক্লাস। বিনোদনের মাধ্যমে শিক্ষা কাগজে-কলমে থাকলেও এসব প্রতিষ্ঠানে নেই

সরকারকে এনজিওগুলোর ভালো কাজে যেমনি উৎসাহিত করা দরকার, ঠিক তেমনি তাদের দেশ ও জাতিবিরোধী সব কর্মকাণ্ডের মনিটরিং সময়ের দাবি।

কোনো খেলাধুলার সরঞ্জাম। পরিচর্চার অভাবে অনেক মেধাবী হারিয়ে যায়।
শিক্ষকদের যে নামমাত্র বেতন দেয়া হয়, তা যৎসামান্য। নির্দিষ্ট বেতনের বাইরে অন্য কোনো
সুযোগ-সুবিধা না থাকায় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে পাঠদানে কোনো তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়
না।

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় এনজিওদের অবদান যেমনি রয়েছে, তেমনি তাদের বিরুদ্ধে
পাহাড়সম অভিযোগও রয়েছে। নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ এবং প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত ডিজিটাল
বাংলাদেশ গড়তে এনজিওদের যেমনি অবদান অস্বীকার করা যাবে না, তদ্রুপ দারিদ্র্যপীড়িত এসব
দুঃখী মানুষের দুর্বলতার সুযোগে তাদের ধর্মান্তরিত করা, দেশের কৃষ্টিকালচারের বিপরীতে
বিজাতীয় সংস্কৃতিতে জড়ানোর প্রচেষ্টার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। আধুনিক এবং একুশ শতকের
চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাস্তুহারা এসব মানুষের শিক্ষা এবং মৌলিক চাহিদা পূরণে সরকারকে
এখনই এনজিওগুলোর কার্যক্রম যেমনি উৎসাহিত করা দরকার, ঠিক তেমনি তাদের দেশ ও
জাতিবিরোধী সব কর্মকাণ্ডের মনিটরিং সময়ের দাবি।

shakilnight@yahoo.com